ইজতেহাদ (রিসার্চ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَ اِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। (নিসা-৮৩)

ইজতেহাদের দরজা খোলা, এই যুগে ওখানে প্রবেশ করার জন্য, ৬ টি পরিভাষা রয়েছে ।

প্রথমটিঃ- যেমনটি শীতকালে ঝড়-বায়ুর কঠিনতর এক সন্নিকটে, সংকীর্ণ গতি সমূহও আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। তখন নতুন কোন দরজা খোলা বা তৈরি করণ নিঃসন্দেহে কোন জ্ঞান সম্মত কাজ হবে না। তেমনিভাবে যেমন বন্যাকবলীত অবস্থায় দেয়ালের কোনে গর্ত করা ও ঐ সময়ের দাবী অনুযায়ী তাহা আরোও গভীর হয়ে ঘরের জন্য হুমকি হবে ।

ঐ যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এই খোদাদ্রুহী যামানায় এবং অমুসলিমদের জবরদস্তির পন্থাসমূহের মধ্যে ও বেদআতের সীমাহীন বৃদ্ধি পাওয়ার সময়ে এমন কি ভ্রষ্টতার কুকর্মের হাঙ্গামার মধ্যে, ইজতেহাদের নামে ইসলামের প্রাসাদের মধ্যে নতুন দরজা তৈরি করে বা খোলে, দেয়াল সমূহ থেকে ক্ষতিকারক ক্ষতিসমূহের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগে হওয়া গতিসমূহকে তৈরি করা বা খোলা ইসলাম নামী পবিত্র এই আমানতে বিষক্রিয়ার নামান্তর।

দ্বিতীয়টিঃ– দ্বীনের আবশ্যকীয় হুকুম সমূহ এমনটি যে, তাহাতে ইজতেহাদ একেবারেই প্রয়োজনহীন, কেননা ঐ হুকুম গুলো হল অকাঠ্য ও সুনির্দিষ্ট, অপরীবর্তনশীল। এমন কি ঐ অহকামগুলো মূল খাদ্যের হুকুমে নির্দিষ্ট। এই যুগে এগুলোকে অচল ও বিরক্তিকর হিসেবে বিবেচিত করা হচ্ছে এবং সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা এই হুকুম গুলোর পুনরায় স্থাপন ও পূনজ্জীবিত করনের প্রয়োজন আত্মপ্রকাশ ঘটানোর, ইসলামি নীতিমালার ক্ষেত্রে ও সালফে-সালিহিনদের নিরংকুশ মেহনতে ও তাদের আত্মশুদ্ধিমূলক প্রচেষ্টা সাথে থাকার পরও, সকল যুগের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদিও মনে হয় এই হুকুমগুলোকে সংকোচিত হওয়ার ধরুন আগত বিবেচনার অবস্থায় , মূল হুকুম ও বিশুদ্ধ গবেষকদের গবেষনাকে পরিত্যক্ত মনে করে ঐ গুলোকে ছেড়ে দিয়ে স্বীয় মনের ভাষনা পূর্ণতার জন্য ইজতেহাদ করণের, নতুনত্বের পথে অবস্থান নেয়া ইসলামের পবিত্রতায় নতুন কিছু সংযোজন করে বেদ-আতের পথ থেকে আগত খেয়ানত করার ন্যায় এটাও এক খেয়ানত বৈ কিছু নহে।

তৃতীয়টিঃ- যেমনটি বাজারে ধাতুর ধারাবাহিকতায়, একেক বস্তুর আগমন ঘটছে, সময়ে সময়ে একেক বস্তুর মূল্যায়ন প্রকাশ হচ্ছে। ঐ রকম দুনিয়ার প্রদর্শনীতে, মানব সমাজে ও মানব সভ্যতার বাজারে, সকল যুগে একেক বস্তুর অবস্থান উৎসাহ পরায়ণ হয়ে তার রেওয়াজ বা মূল্যায়ন খোঁজে। আবাস-স্থল অর্থাৎ বাজারে তার

প্রসিদ্ধি পাচ্ছে। রুচিসমূহ তার প্রতি লক্ষ দৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টি সমূহ তার প্রতি ফিরছে। চিন্তা-চেতনা তার প্রতি পুণরায় উত্তোলন হচ্ছে । যেমন:- এই জামানায় রাজনীতি সম্পদটাও দুনিয়ার জীবনকালের বিশ্বাসের এবং দর্শনবিদ্যার রেওয়াজের ন্যায় ----- আর সালফে-সালেহিনের যামানায় ঐ যুগের বাজার উচ্চমানের বস্তু ছিল। যা জমিন ও আকাশ সমূহের খালিকের অহকামসমূহ ও আমাদের কাঙ্খিত আগ্রহ সমূহ আলোচনা থেকে গবেষণালব্ধ করণঃ ও কোরআন হাদিসের সাথে উৎপত্তিস্থল সমূহে প্রকাশ করতঃ পরকালীন জগতের ফায়দা যা চিরস্থায়ী সুখীদের মাধ্যম অর্জন ছিল।

বলাবহুল্য, ঐ যামানায় দেমাগসমূহ ও রুহ সমূহ সমস্থ প্রচেষ্টার সাথে স্থল ও আকাশ মন্ডলীর মালিকের ইচ্ছা সমূহে বুঝাবুঝির দিকে দৃষ্টিপাতে পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার পরে মানব সমাজের আলোচনা, প্রেক্ষাপট সমূহ ও অবস্থান ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে। ঐ দৃষ্টিতে মেহনতকারীদের প্রচেষ্টা থেকে প্রত্যেকেই যদি উত্তমরুপে মহান যোগ্যতা অর্জন করে তখন তার আত্মার অবস্থানও নিরবমুখী এক ক্ষমতা ও শিক্ষা অর্জনকারী হয়। ঐ মেহনতী যামানা থেকে ব্যাক্তি এক বিশাল যোগ্যতার অধিকারী হয়েছিল। বস্তুত: প্রত্যেক বস্তুই তাহাতে এক শিক্ষকের হুকুমে গত হয়ে তার অবস্থান এক অনবদ্য যোগ্যতার নিরিখে আত্মপ্রকাশ হচ্ছিল। এমন কি এই স্থর এমন এক আলো প্রকাশ করছিল যে, নিকট অতিত সফলতা অর্জনের ইজতেহাদ এর গ্রহনীয়তা যা আগুনবিহীন আলোর সাথে যায় ------- অতপর, ঐ রকম শুদ্ধীপূর্ণ এক মুজতাহিদ ইজতেহাদ যখন শুরু করবেন আত্মহংকারীর হুকুমে সাবস্থ্য হয়ে আলোর উপর আলো (নূর আলা নূর) এই কথার সাথে অত্মপ্রকাশ হইবে। তখন খুবই দ্রুত অনুসরণের মধ্যে এক মুজতাহিদ হতে চলবে।

তবে সময়ের প্রেক্ষাপটে এই যামানায়; ইউরোপ আধুনিকায়নের মতাদর্শের সাথে দর্শনের অনুসরণের জবরদস্তিতায় জীবন পরিচালনার নীতিসমূহের ক্ষেত্রে চাপাচাপির ভারের সাথে চিন্তা-চেতনা ও অন্তর সমূহ অনেক অনেক বিভক্ত ও পর্যুস্থ। শক্তি ও সাহায্যের পরিসর যখন প্রকারভেদে আলাদাকৃত, মগজসমূহ আধ্যাত্মিকথার বিপরীত অপরিচিত কর্মে লিপ্ত। তাই এর মধ্যে রয়েছে যে, এই যামানায় কেউ একজন চার বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করে, জ্ঞানীদের সাথে বিতর্ককারী সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার (রা:) ন্যায় তার জ্ঞানের পরিসর যদিও ইজতেহাদী ক্ষমতা অর্জন করে সুফিয়ান (রা:) এর ইজতেহাদী যামানাকে অর্জন করে নেওয়ার বিবেচনা তুল্যে দশটি এমন যামানার মুখাপেক্ষি হতে হবে তবুও সমমানের হবে না, অসম্ভব। যদি হযরত সুফিয়ান তার অর্জনকে দশ বছরে করে থাকেন তাহলে এই যুগের আগ্রহী ঐ মুজতাহিদ ১০০ বছরের মুখাপেক্ষী। কেননা সুফিয়ান এর এই শক্তি অর্জনের শুরুটা নিঃসন্দেহে পবিত্রতার নিরিখে শুরু হয়েছিল, ধীরে ধীরে তাহা ইজতেহাদের প্রতি জাগ্রত হয়, নূরানী হয়, প্রত্যেক বিষয় থেকে স্বয়ং নবুওতের সংস্পর্শে শিক্ষা অর্জন করে বড়ত্বের দিকে দৃষ্টিপূর্ণ হয়। কিন্তু তার ন্যায় এই যামানার দর্শনের কুকর্মের বিস্তারে, জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল মগজকে অপদস্থ করে রেখেছে জ্ঞান রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টবোধ হয়েছে, অন্তর দুনিয়ার জীবনের সাথে অতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে, যোগ্যতাকে ইজতেহাদ থেকে অনেক অনেক দূরে নিয়ে গেছে। এমন কি প্রেক্ষাপটের শাস্ত্রসমূহ থেকে গ্রহনীয়তার দৃষ্টিতে অনেক দূরে দূরীভূত করে ফেলেছে এবং আধুনিকতার শাস্ত্রের সহিত অঙ্গা-অঙ্গি সর্ম্পকিত হয়ে ইজতেহাদের গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুণ্য করে রেখেছে, এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ও সুফিয়ানের মত অনেক অভিজ্ঞ জ্ঞানী, কেন আমি তাহাকে অতিক্রম করতে পারবো না। বলা যাবে না এবং এমনটি বলার অধিকার নেই এবং অসম্ভব।

চতুর্থটিঃ- যেমনটি কোন শরীরে উন্নতী ঘটানোর জন্যে বড় করার আকাঙ্খা খুজা হয়। ঐ অন্বেষনী আকাঙ্খা যদিও তাহা ভেতরের মধ্যে শুরুটা খুজতে হয়, তখনই বদন ও শরীর এর জন্য তাহা পূর্ণতায় রুপ নিয়ে নাদিসনুদুশ হয়। কিন্তু যদি শরীরকে বাহির থেকে সু-কাটামোগত করার খোজ করা হয়, তাহলে ঐ সময় ২য় পদ্ধতি শরীরে চামড়ার থেকে শুরু করণকে বাদ্য করতঃ তাহা শরীর কে নষ্ট করার নামান্তর বৈ কিছু হবে না। তখন বদন উন্নত হবে না। ঐ রকম, ইসলামের বারান্দায় সলফে-সালিহীনদের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ তাকওয়ার ভূমিকার সাথে এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার সাদৃশ্য পদ্ধতির সাথে অন্তর্ভূক্ত হওয়াকৃত যদি বিস্তৃত করণও ইজতেহাদের ইচ্ছা অন্বেষণ করা হয়, তখন এই পন্থা পূর্ণতার অংশরূপ এবং পরিপূর্ণতার সাক্ষর বটে। নতুবা আসল প্রয়োজন, মাহাত্ম ছেড়ে দিয়ে এবং দুনিয়ার হায়াতকে আখেরাতের হায়াতের উপর যদি প্রাধান্য প্রদান করতঃ এবং দর্শনের ভিত্তির সাথে মিশ্রিতকৃত থেকে যদি উন্নতী বা ইজতেহাদের সংকল্প করা হয়, তাহা নিঃসন্দেহে ইসলামের শরীরকে নষ্ট করা ও ধ্বংস করতঃ শরীয়তের সীমানাকে উলঙ্গ করার মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু হবে না।

পঞ্চমটিঃ- তিনটি বিষয়ের দৃষ্টিতে, এই জামানার ইজতেহাদ, দুনিয়াবী বিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং খোদায়ী বিদ্যা থেকে দূরীভূত হচ্ছে। আর মূলত: শরীয়ত হচ্ছে খোদায়ী নীতিমালাকে বুঝায়। এবং গবেষণার ও শরীরতের অন্তর্ভূক্তিকে অন্বেষণ করে। আর শরীয়তের গোপন হুকুম সমূহকে গবেষণা করে বের করাটা খোদায়ী হুকুমের অন্তর্নিহিত বিষয়।

প্রথম বিষয় হল- যেমন কোন হুকুমের হেকমত পৃথক, তেমনি তার কারণ ও পৃথক, হেকমত যদি কল্যাণকর হয়: তাহলে প্রাধান্য দেওয়া তার কারণ হয় । বাধ্যবাদকতা বা নতুন করে নিয়ে আসার প্রতি মুখাপেক্ষি নহে। এখন যদি হুকুমের হেকমত কোন ইল্লত (কারণ) হয় তাহলে তার বাস্তবতার উপস্থিতির দিকে মুখাপেক্ষী হয়। যেমন: ছফরের অবস্থায় নামাযকে অর্ধেক করে নেওয়া, ২ রাকাত পড়া হয়। যা শরীয়তের সুযোগ প্রদানের কারণ হল। ছফর যদি এটা, হেকমত হত তাহলে রহমতের বিপরীত বিপদ বা কষ্টকর হত। যদি কষ্ট নাও হয় কিন্তু নামাযকে কসর (সংক্ষেপ) করতে হয়। কেননা, তার কারণ বিদ্যমান। অন্যদিকে যদি সফরের অবস্থা পাওয়া না যায় আর যতই কষ্ট হয় না কেন নামাযকে কসর করা যাবে না।

অতএব এই বাস্তবতার নিরীখের বিপরীত হওয়া গবেষণাকৃত, এই যামানার দৃষ্টিতে ফায়দা ও হেকমতকে ইল্লতের স্থলে পদার্পন করে তারই চাহিদায় হুকুম দিচ্ছে। অসলে এই রকম গবেষণা দুনিয়াবী সুবিধার ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে, আছমানী বা খোদায়ী নিয়মের তরে কশ্মীনকালেও হবে না।

দ্বিতীয় বিষয় হল– এই দুনিয়ার দৃষ্টিতে প্রথমত, স্বচিন্তায় দুনিয়ার শান্তির দিকে লক্ষপাত করছে এবং হুকুমসমূহ দুনিয়ার সুবিদার তরে ব্যবহার হচেছ। কিন্তু যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোন হয়: তাহলে প্রথমেই স্বজ্ঞানে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ এর দিকে লক্ষপাত করে ২য় স্থরে আখেরাতের মাধ্যম হওয়াটা প্রেক্ষাপটপূর্ণ কারণের সাথে দুনিয়ার শান্তিতে লক্ষ প্রদান করে। অর্থাৎ এই যামানার দৃষ্টিকোণ শরীয়তের অপরিচিত কিছু। যদি এমনটি হয়, তাহলে ইসলামের নামে গবেষণা (ইজতেহাদ) করা ভূল সাব্যস্থ হবে।

তৃতীয় বিষয় হল–

اِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

বাক্যটি, অর্থাৎ "প্রয়োজন হারাম কে হালালের স্থরে, নিয়ে আসে" যদি এই কায়দাকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এটা অবশ্য সার্বজনীন সময়ের জন্য নহে। প্রয়োজন যদি হারাম পন্থায় না হয়ে থাকে তাহলে হারামকে হালাল করার কারণে সংশ্লিষ্টতা দেয়া হয়, নতুবা অনিষ্ট ইচ্ছার পথে যদি হয়, নীতিহীন পথে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে হারাম কে হালালের কারণে বিদ্ধ করা হবে না। সুযোগের হুকুম সমূহের সম্মুখীন করে ফতওয়া দেয়া যাবেনা। সমস্যা বলা যাবে না।

যেমন: যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট পথে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মাতাল করে কৌশলী পন্থায় হুকুমকে পরিবর্তন করতে চায় এমন প্রমান উলামাদের কাছে অনেক আছে, অসুস্থ গণনা করা হবে না, যদি সে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে তালাক সাব্যস্থ হবে। কোন অপরাধ করলে, তাহাতে শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি, যেমন কোন মদকুর ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয় তাও আবার প্রয়োজনের তরে, তাহলে এটা বলা যাবে না যে প্রয়োজন ছিল, সুতরাং আমার ক্ষেত্রে মদ হালাল।

সুতরাং এই যামানায় প্রয়োজনের স্থরে গত ও মানুষগনকে ধাবিতকারী এক অনির্দিষ্ট বালা-মসিবত এর আকৃতিতে প্রবেশকারী অনেক অনেক ব্যক্তিবর্গের অবস্থান রয়েছে যে, অনিষ্টতা থেকে অবৈধ নীতিমালায় নিমজ্জিত হয়ে ও হারাম পরিচর্চা জন্মগত থেকে আগত; সুযোগ প্রদানকৃত হুকুম সমূহের প্রতি মাধ্যম ধরে, হারাম কে হালাল করার ফন্দি অংকন করা তাদের জন্য ঠিক নহে। বস্তুত: এই যামানার গবেষণা, ঐ প্রয়োজন, শরীয়তের দৃষ্টিতে উপযুক্ত করিয়ে নেওয়া থেকে এগুলো আরজি (দুনিয়াবী উদ্দেশ্য প্রণোদিত) হবে। স্বীয় মনোবাসনা হবে। দর্শন বিদ্যার অংশ হবে। আসমানী কখনও হবে না। শর'য়ী হবে না। অতএব আসমান ও জমিনের মালিকের খোদায়ী হুকুম সমূহের মধ্যে পরিবর্তন করা, ইবাদতের মধ্যে মনোবাসনার তৈরী ইবাদত প্রবেশ করানো কখনও ঐ মালিকের গোপন অনুমতি হতে পারে না।

এই পরিবর্তন করণ: ও প্রবেশ করণ: নতুন নীতি নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যেমন অধিকাংশ গাফিলগণ জুমার খুতবার ন্যায় শরীয়তের গুরূত্বপূর্ণ নিদর্শনের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। আরবী খুতবাকে প্রত্যেক জাতীর স্বীয় ভাষায় খুতবা প্রদান করনের ২টি কারনের জন্য তারা করে যাচ্ছে।

প্রথম কারণঃ আহ্ "উপস্থিত রাজনীতির কোমলীস্বরূপ সকল মুসলমান যেন খুতবা ঐ পদ্ধতি তথা স্বীয় ভাষায় বুঝতে পারে' আর মুলতঃ উপস্থিত চলমান এই রাজনীতিতে এতটাই মিথ্যে ও মিথ্যেচার ও শয়তান প্রবেশ করেছে যে, এই যেন শয়তানের মন্ত্রনায় প্রবেশ করে ফেলেছে, আর সত্য কথা হল মিম্বার এলাহীর আদেশের এক উচ্চ স্থান হওয়াতে ঐ শয়তানের কুমন্ত্রাকে অনুসরণ করানোর কোন অধিকার রাখে না।

দ্বিতীয় কারণঃ "খুতবা হল অধিকাংশ ক্বোরআনের সুরা সমূহের উপদেশ সমূহের বোধগ্যমতার মধ্যে একটি। হাঁ, যদি ইসলামের অনুসারীরা, ইসলামের প্রয়োজন ও সন্দেহাতীত গ্রহণীয় এক জ্ঞাত হুকুমসমূহ সংখ্যাগরিষ্টতার বিবেচনায় উপযুক্ততা নিয়ে যদি উপস্থিত করেন, ঐ সময় শরীয়তের দৃষ্টিতে ও ছোট ছোট

মাসআলা সমূহ গোপন উপদেশসমূহ বুঝার জন্য, জ্ঞাত ভাষার সাথে খুতবা পড়া ও ক্বোরআনের সূরা সমূহের যদি অনুবাদ করা সম্ভব হয়, তাহলে ভাল হইত (* **ব্যাখ্যা**- মু'জিজার সংশ্লিষ্ট হওয়া ২৫ তম কালেমায় কুরআনের প্রকৃত অনুবাদ অসম্ভব দেখানো হয়েছে। কিন্তু নামায, যাকাত, রোজার আবশ্যকতা এবং হত্যা, যিনা ও মদপানের বিষয় হারাম হওয়ার ন্যায় জ্ঞাত হওয়া ইসলামের অকাঠ্য হুকুম সমূহ অনর্থক রয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তাদের আবশ্যকীয়তায় এবং হারামের ক্ষেত্রে জ্ঞান আনয়ন করার প্রতি মুখাপেক্ষী নহে। বরং যওক্ব-শওক্ব এর সাথে ঐ পবিত্র হুকুম সমূহকে জেনে ইসলামের লক্ষ বস্তুতে ও ঈমানের অনুভূতিতে প্রচেষ্টা করে সচেতনতায় গভীর, আনত-হৃদয়ে যিকির করে করে আমল করার মুখাপেক্ষী। এমনকি একজন সাধারণ মানুষ যে পরিমানই জাহিল হোক না কেন, কোরআন ও খুতবা থেকে এই সংক্ষিপ্ত অর্থ জানে যে, "সবার ও আমার জ্ঞাত এই ঈমানের রূকন সমূহের ও ইসলামের সুমহান এই খতিব ও হাফিজ বুঝাচ্ছেন এবং দারছ (জ্ঞান) দিচ্ছেন এবং পড়চ্ছেন। এমনিটি বলে তাদের অন্তরে এক প্রশান্তি অর্জন করে। মনে হয় দুনিয়াতে যেই ব্যাখ্যা আছে; তাহা আরশে আযীম থেকে আগত ক্বোরআনের মু'জিজা, বুঝ সমূহকে বুঝা, যিকির সমূহ, একান্ত বিপরীত আসুক না কেন আমি তা কবুল করচ্ছি।

ষষ্ঠতমটিঃ ছলফে-সালিহীনের মুজতাহিদগণ, যুগের আলো, যুগের শ্রেষ্ঠ হওয়া সাহাবাদের সংশ্লিষ্টতার নিকট থেকে পরিচ্ছন্ন নূর অর্জন করতঃ বিশুদ্ধ ইজতেহাদ করতে পেরেছেন। এই যামানায় ইজতেহাদ যদি হয়, ঐ পরিমাণ দূর পর্দাসমূহ ও দূরত্ব বাস্তবতার কিতাবে এমনভাবে দেখে যে, যেন তারা স্পষ্ট একটা হরফকে অনেক অনেক জটিল দেখে, জ্ঞানের ও নূরের অভাবে।

যদি তুমি বল যে, সাহাবারা ও মানুষ ছিলেন, ভূল ক্রটি থেকে তারাও মুক্ত নহেন। এমনকি, ইজতেহাদের ও শরীয়তের হুকুম সমূহের মাপকাটি সাহাবীদের আদালত ও সত্যনিষ্ট এতই যে সমস্ত উম্মত এই বলে স্বকৃতী দিচ্ছেন সাহাবীগণ সকল সময়ে অনির্দিষ্টভাবে ইনসাফী ও সত্য, এর সমাধান কি ?

উত্তরঃ হাঁ, সাহাবায়ে কেরাম সকল সময়ে তারা একদম সাধারণ ওজাহাতে হক্বের প্রতি আশিক। সত্যের বন্ধু। আদালতের প্রতি তারা চূড়ান্ত আকাঙ্খী। কেননা মিথ্যে ও মিথ্যাবাদিতার মন্দ আচরণ সমস্ত কুকর্মের সাথে, এবং সত্য ও সত্যবাদিতার উজ্জলতা সমগ্র উজ্জ্লতার সাথে সাহাবাদের যামানায় এমন এক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছিল যে, আমাদের এই যামানার দূরত্বে ও তুলনায় যেন আরশ থেকে ফারশ পর্যন্ত কুকর্ম ও উজ্জলতা স্পষ্ট হয়েছে। সর্বনিম্নের জাহান্নামী মুসায়লাসাতুল কায্যাব এর দাবী-দাবার আচরণ থেকে সর্বউচ্চ মাকামের অধিকারী হওয়া জনাবে মুহাম্মদ (স:) এর সত্যবাদিতার স্থরে পর্যন্ত এক প্রকার বিশাল তফাত দেখাচ্ছে। হাঁ, নিঃসন্দেহে মুসায়লামাতুল কাযযাব এর মিথ্যে চরিত্রে পড়ার ন্যায় সত্যের চরিত্রের সর্বোচ্চ মাকামদারী ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ (সা:)।

সুতরাং এই উচ্চমানের অনুভূতি বহনকারী ও চরিত্রের সর্বোচ্চ মাধুর্যপূর্ণতার অনুসরণ করাকৃত এবং নবুওয়েতের সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আলোকিত হওয়া সাহাবায়ে কেরাম, ঐ স্থরের ঘৃন্য ও নিম্নতায় তারা কোন কারণ হওয়া এবং মুসায়লামার কৌতুহলপূর্ণ কুকর্মের ঘৃন্যতার দোকানের মাল হিসেবে মিথ্যাবাদীতা, ইচ্ছাকৃতভাবে হাতকে লম্বা করে কারো কাছে কিছু চাওয়া, এবং কুফুর থেকে বের হওয়াকৃত কুফুরের একান্ত প্রিয় বন্ধন যা মিথ্যাবাদীতা থেকে প্রকাশ পায়, নিঃসন্দেহে তারা এই সব থেকে মুক্ত।

এবং ঐ স্থরের সৌন্দর্য ও গৌরবীকর্ম ও মুবাহ তৎপরতা এবং সুমহান উচ্চামুখী মে-রাজের ও উর্দ্ধতন তৎপরতা ও ইসলামের গৌরবের মহান খাজানায় এবং ধাতুর, দর্পনের সাথে পাওয়া এবং সুমহান পরাক্রমশালী সৌন্দর্য মন্ডিত উজ্জ্বলতার সাথে মানব সভ্যতাকে আলোকিত করণ সততাকে ও সত্যনিষ্ট স্বীকারকরণ ও হককে ও বিশেষ করে শরীয়তের হুকুম সমূহকে রেওয়ায়েত সমূহে ও দাওয়াতের মধ্যে বস্তুত: সামর্থ্যনুযায়ী আগত অন্বেষণ ও আনুগত্য ও মুহাব্বাত হওয়া তাদের বেলায় নিঃসন্দেহে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত বাস্তব।

অতএব এই যামানায় মিথ্যা ও সত্য এর মধ্যে দূরত্ব ঐ পরিমাণ কাছাকাছি হয়েছে যে, নিরংকুশ অভ্যাসে একদম সাধারণ হয়ে গেছে। সত্য থেকে মিথ্যায় যাওয়া একদম সহজতরভাবে তারা যাচ্ছে ও যাওয়াচ্ছে এমনকি রাজনীতির প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে মিথ্যাবাদিতাকে সত্য বলে সমর্থন করছে। সুতরাং সবচেয়ে ঘৃনিত, বস্তুত: একনিষ্ট উত্তম বস্তু একটি দোকানের মধ্যে এক সাথে যদি হুবহু মুল্যে বিক্রি করা হয়, তাহলে ঐ দোকানদারের কল্পনায় ও কখনও আসবে না যে কোনটি হীরা ও মূল্যবান যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সত্য ও হক এর বিবেচনায় তুলনাকল্পে অর্জন হয়।

উপসংহার

যোগের প্রেক্ষাপটে খোদায়ী নীতিমালার শরীয়ত পরিবর্তন হয়। বরং এক যোগের মধ্যে অনুসারীর বিবেচনায় পৃথক পৃথক শরীয়তের হুকুমাত হয়ে থাকে। পয়গাম্বারগণ আসতে পারেন এবং এসেও ছিলেন। নবীদের শেষ নবীর পরে এ মহান শরীয়ত প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক জাতীতে যথেষ্ট হওয়ার তরে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়তের প্রয়োজন আর থাকেনি বা নেই। কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এক স্থরের পৃথক পৃথক মাযহাব সমূহের প্রয়োজনটা রয়ে গিয়েছিল। হাঁ, যেমনটি ঋতু সমূহের পরিবর্তনের সাথে কাপড় চুপড় ও মানুষ পরিবর্তন করে। প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণে রোগের ঔষধ পরিবর্তন করা হয়। ঠিক ঐ রকম যোগের প্রেক্ষাপটে শরীয়ত ও রূপ বদলায়। জাতীয় যোগ্যতা অনুযায়ী হুকুমসমূহ খোলস পাল্টায় । কেননা শরীয়তের হুকুম সমূহের ব্যাখ্যাংশ মানবিক পরিস্থিতিকে লক্ষ রেখে চলে। পরিস্থিতির ধারানুসরণে ঔষধ হয় এবং আসে। আম্বিয়ায়ে কেরামের যামানায়, প্রত্যেকের অবস্থান অনেক দূর ও চরিত্রসমূহ পৃথক ছিল। এমনকি, এক প্রকার অনাকাঙ্খিত চরিত্র এমন কি জটিলতর চিন্তা চেতনা উন্নত না হওয়া এবং গ্রাম্যতার সংস্পর্শতার থেকে হওয়াতে, ঐ যামানার শরীয়ত তাদের অবস্থার, চাহিদানুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে এসেছিল। এমনও হয়েছে যে, কোন ছোট দেশের কওমে এক যোগে পৃথক পৃথক নবীগণ এসেছেন। পরিশেষে, শেষ যামানার পয়গাম্বর (আ:) এর আগমনের সাথে মানব সভ্যতা অনুন্নতীর স্থর থেকে উন্নতীর স্থরে উঠার পরে, অনেক সুগন্ধীময় প্রেক্ষাপঠি ও মিশ্রিত কোমলমতি সাক্ষাত এর সাথে মানব জাতি কেবল একনিষ্ট শিক্ষা নিবে, কেবল এক শিক্ষককে শ্রবণ করিবে, কেবল একটি শরীয়তের উপর আমল করিবে এই কার্যক্রম আসার পর থেকে, পৃথক পৃথক শরীয়তের প্রয়োজন আর বাকী থেকে নেই, শেষ হয়ে গেছে। পৃথক পৃথক শিক্ষকের প্রয়োজন উপলব্ধিময় থাকে নাই।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে এক ও অদ্বিতীয় পন্থা সমানতালে হওয়ার কারণে, এক স্থরের সামাজিক জিন্দেগীর কাপড় পরিধান করার কারণে, মাযহাব সমূহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদি মানুষের বৃদ্ধি পাওয়ার অবস্থা, একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্রের ন্যায়, এক রকমের সামাজিক হায়াত যদি পরিধান করে, এক রকমের পন্থায় যদি প্রবেশ

করে। ঐ সময় মাযহাব সমূহ ও এক মাযহাবে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এই দুনিয়ার অবস্থান, দ্বিতীয় অবস্থানে উপযুক্ত না হওয়ার ন্যায়, মাযহাব ও একটা হওয়া অসম্ভব।

এখন যদি আপনি বলেন যে, হক্ব একটি হবে, তাহলে কিভাবে এরকম চারটি মাযহাব কিংবা ভিন্নমুখী বারোটি মাযহাবের হুকুম সমূহ বিশুদ্ধ একটি হক্ব হবে?

উত্তরঃ এক পানি, যা ভিন্নমুখী প্রেক্ষাপটে রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচটা হুকুম নিয়ে আসে (ঐভাবে মাযহাবের অবস্থান) যেমন:- এক ব্যক্তির অসুস্থতার ধারানুসারে পানি হল তার ঔষধ, ঔষধ সেবনের হুকুমে তার জন্য এটা ওয়াজিব। অন্য ব্যক্তির জন্য এই পানি তার অসুস্থতার হালতে অল্প ক্ষতি করবে। ঔষধের সেবনের হুকুম পানি তার জন্য অপছন্দনীয় বা মাকরূহ। অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিহীনভাবে পানি তার জন্য উপকারী, আর ঔষধ সেবনের হুকুমে এটা তার জন্য সুন্নত বা নবীজীর আদর্শ। আরেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে না ক্ষতিকর না উপকারী ঔষধের শাস্ত্রে এটা তার জন্য মুবাহ। এখানে লক্ষণীয় প্রত্যেকটি ই-হক্ব, এবং ভিন্নমুখী, আপনি কি বলতে পারেন এটা শুধু ঔষধ, বা ওয়াজিব অন্যগুলো হুকুমহীন। না বলতে পারেন না, কেননা (ঐভাবে ভিন্নমুখী মাযহাব ও কিন্তু হক্ব) ।

সুতরাং ঐভাবে খোদায়ী হুকুমের মাযহাব সমূহ এলাহীর হেকমতের রাস্তার সাথে অনুসারীদের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, যেমন হক্ব হিসেবে পরিবর্তন হয় তেমনি সবকটি হুকুম ও হক্ব হয়,উপযোগী হয়। যেমন এলাহীর হুকুমতের রাস্তায় ইমাম শাফি (রহ:) কে অনুসরণ কারী ব্যক্তি অধিকাংশের মতানুসারে হানাফিদের তুলনায় গ্রাম্যের বা অপ্রচলিত আরও কাছাকাছি কোন জামাত এর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জামাতের অঙ্গ বিশেষ স্বীয় অবস্থান, সামাজিক হায়াতের সংশ্লিষ্ট হওয়ার পরও প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইমামের পিছনে স্বীয় কর্মের অংশ বিশেষ কাদিউল-হাজাতের কাছে স্বীয় দুঃখ বলা ও প্রয়োজনীয়তা চাওয়া প্রত্যেকেই সুরা ফাতিহা পড়ে থাকেন। যেমনটি এটা হক্ব তেমনি হেকমতের ভান্ডারও।

অন্য দিকে ইমামে আযাম (রহ:) কে অনুসরণকারীরা অধিকাংশের মতানুসারে, ইসলামী হুকুমতের অধিকাংশের ঐ মাযহাবকে বাধ্যবাধকতার নিরিখে অনুসরণীয় হওয়াতে, বাজারজাতকৃত এবং শহরাঞ্চল এবং সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে কোন জামাতের হুকুম এক ব্যক্তি তথা ইমামের অনুকরণীয় হওয়াতে এক ব্যক্তি সকলের পক্ষ থেকে পড়ছে, বলছে, এবং সকলের পক্ষ থেকে দোয়া পড়চ্ছে মন ও আন্তরিকতার অবস্থান সত্যায়িত হয়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা কেবল ইমাম ছাড়া ফাতেহা পড়েন না। আর এটাও যেমন হক্ব তেমনী হেকমতের একটা কৌশল।

এমনকি, শরীয়ত স্বাস্থ্যের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে পর্দা তৈরী করতঃ হুকুমকে কিছুটা নরম বা কোমল করে নফসে আম্মারাকে শিক্ষা প্রদান করে। অতএব অধিকাংশের মতে গ্রামীণ ও পূর্ণ অপ্রচল বা কাজের বিশ্রীময় অংশে বা এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে। নাপাকি লাগলে নাপাকের হুকুমে যাবে। অধিকাংশের মতের ধারাবাহিকতায় সামাজিক হায়াতে অবস্থানী পূর্ণ কোন শহরী লোক যদি মহিলাকে স্পর্শ করে তাহলে হানাফি মাযহাবের ধারানুসারে কোন মহিলাকে স্পর্শ করতঃ অযু নষ্ট হবে না। এমনকি এক দিরহাম সমপরিমাণ নাপাকিকে ফতওয়া ও দেওয়া হয়েছে নাপাকের হুকুমে যাবে না।

এই বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কারের জন্যে একজন সাধারণ কর্মীকেও সম্মানী ব্যক্তিকে যদি চিন্তা করি বুঝা সহজ হবে। কাজের ঐ লোকটি জীবন জীবিকার ধারাবাহিকতায় অপরিচত কোন মহিলাকে ধাক্কা, স্পর্শ অথবা এক

স্থানে অবস্থান করতঃ অথবা খাহেসাতের উত্তেজিত হওয়ার ন্যায় কোন প্রেক্ষাপটের মধ্যে অবস্থান করতঃ শিল্প ও শিল্পায়িত এলাকার বসবাস করার বিবেচনায় তার জন্য শরীয়ত বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় এই অবস্থানে অযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার হুকুম প্রদান করে। স্পর্শ কর না, এমনিতে নামাযকে বাতিল করে অতিরিক্ত খুজাখুজি করনা বলে বলে হুকুম প্রদান করছে। যাহাতে ঐ গ্রামীন লোকটি সচেতন থাকে। সহজ সরল হায়াতে জিন্দেগী হওয়ার কারণে।

অন্য দিকে ঐ ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব এভাবে বলছে যে, ঐ লোকটি গ্রামের লোকের মত নহে। মহিলাদের আনাগুনা তার জীবনে অনেক সহজতর একটা বিষয়। যেহেতু শহরের বাসিন্দা। এই জন্য রূখসত বা ছাড় দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। ঐ গ্রামীন লোকটির ন্যায় শক্ত হুকুম নেই। স্পর্শ করিলেও অযু যাবে না। পানির ব্যবহার না করিলেও এক দিরহাম পরিমাণ ছাড় রয়েছে টয়লেটের ক্ষেত্রে। ঐ রকম ফতওয়া রয়েছে। সুতরাং সাগর থেকে এই ২টি উদাহরণকে যুক্তি কাটিয়ে মিলিয়ে নাও মীযানে শারানী (আল্লামা শা'রানীর কিতাব "মিযান"এর তুলনার সাথে শরীয়তের চার মাযহাবে সংশ্লিষ্ট অবস্থানকে ও তুলনা করে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। রেফঃ সোজলার ৪৮০

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ تَمَثَّلَ فِيهِ اَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اِخْوَانِهِ اَجْمَعِينَ اٰمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ